২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট

তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগখাতে বাজেট ৪৫৬১ কোটি টাকা

হাইটেক পার্ক ও সফটওয়্যার পেল অগ্রাধিকার

গোলাপ মুনীর

হাইটেক পার্ক ও সফটওয়্যার খাতের উন্নয়নের ওপর জোরালো তাগিদ রেখে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ৪৫৬১ কোটি টাকার বরাদ্দ দিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের জন্য। এই বরাদ্দের মধ্য থেকে ১৪১৫ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে আইসিটি ডিভিশনের জন্য। আর ৩১৪৬ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের জন্য। গত অর্থবছরের বাজেটে আইসিটি ডিভিশনে প্রথমে এককভাবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল ১৯৩০ কোটি টাকা। পরে সংশোধিত বাজেটে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৯২ কোটি টাকা।

গত ১১ জুন অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, 'আইটি শিল্পে মানবসম্পদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ২০২৩ সালের মধ্যে ৪০ হাজার তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।' তিনি আরও বলেন, প্রকল্পগুলো যথ যথভাবে বাস্তবায়িত হলে একই সময়ের মধ্যে ৫০ হাজার তরুণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উল্লেখ্য, এ বছরের বাজেটে গত বছরের তুলনায় এ খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ কমেছে ৫১৫ কোটি টাকা। এবারের বাজেটে এ খাতের বাজেট বরাদ্দ কমানো সত্ত্বেও সাতটি হাইটেক প্রকল্প অগ্রাধিকার পেতে যাচ্ছে। এসব প্রকল্পের জন্য ৪৪৫ কোট টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বাজেটে ১৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে 'বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি'র জন্য। এ খাতে এটিই সর্বোচ্চ বরাদ্দ।

এবারের বাজেট মোবাইল ফোন সার্ভিস ব্যবহারকারী সাধারণ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কারণ, ভয়েস কল এসএমএস ও ডাটার ওপর সম্পূরক কর ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। বিটিআরসির দেয়া তথ্যমতে, বায়োমেট্রিক উপায়ে পরীক্ষিত মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ১৬৫,৩০০,০০০।

এদিকে টেলিকম সেবাদাতা কোম্পানি 'রবি এজিয়াটা' বলেছে, বাজেটে টেলিযোগাযোগ-সংশ্লিষ্ট সব ধরনের সেবার ওপর সম্পূরক কর বাড়িয়ে দেয়া 'খুবই দুঃখজনক'। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ইস্যু করা এসআরও'র বরাত দিয়ে রবি জানিয়েছে, ১১ জুন বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে এই নতুন সম্পূরক করহার টেলিকম কোম্পানিগুলো কার্যকর করবে। মোবাইল ফোনের সিম/রিম কার্ডের মাধ্যমে দেয়া যাবতীয় সেবার ক্ষেত্রে এই নতুন সম্পূরক করহার কার্যকর হবে।

বিশ্বব্যাপী আইডিসি গবেষণায় আইসিটিখাতে কোভিড-১৯ তথ্য সূচক

হালনাগাদ জুন ৫, ২০২০

- বাজার সূচক এবং ক্রেতা চাহিদা ব্যাপকভাবে এককেন্দ্রীভূত হচ্ছে।
- সূচক নিশ্চিত করে, ২০২০ সালে আইটি ক্ষেত্রে ব্যয় ক্রমশই নিম্নমুখী।

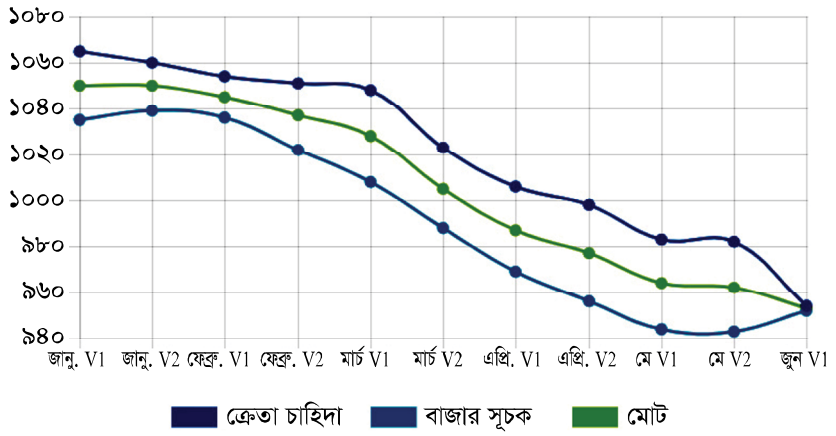

সূত্র: আইডিসি কোভিড-১৯ টেক ইনডেক্স-জুন ৫, ২০২০ বর্ধিত সংস্করণ

বেসিসের বাজেট প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীর ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট প্রশ্নে এক প্রতিক্রিয়ামূলক বিবৃতিতে এই করোনা দুর্যোগ চলাকালে এত বড় বাজেট ঘোষণার জন্য বেসিসের পক্ষ থেকে সরকারকে ধন্যবাদ জানান। গত বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় আইসিটি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের বরাদ্দ বাড়ানোকে স্বাগত জানান। তবে একই সাথে বেসিস সভাপতি এটাও উল্লেখ করেন– সামগ্রিককভাবে এ বাজেট 'ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তা ছাড়া এ বাজেটে বেসিসের প্রত্যাশার প্রতিফলনও ঘটেনি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়– করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার রপ্তানি শিল্প, সার্ভিস খাত ও এসএমই খাতের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ বা স্বল্পসুদে ঋণের ঘোষণা দিলেও সফটওয়্যার ও আইটি পরিষেবা কোম্পানিগুলো এসব ঋণের সুবিধা নিতে পারেনি বললেই চলে। এজন্য বেসিসের প্রস্তাবনায় ৫ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করতে বলা হয়েছিল, যে তহবিল থেকে আইসিটি কোম্পানিগুলোকে সরল সুদে বিনা জামানতে এক বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ লোন দেয়া হবে। কারণ, গতানুগতিক ব্যাংকিং প্রথায় আইসিটি কোম্পানিগুলো ঋণ পায় না।

বেসিসের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়– বাজেটে মোবাইল সেবায় সম্পূরক শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে, এতে মোবাইল সেবা ব্যাহত হবে। মোবাইল ইন্টারনেটের দামও বাড়তে পারে। দেশে উৎপাদিত রাউটারের ওপর ৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে, সেই সাথে বিদেশ থেকে আমদানি করা রাউটারের ওপর অনেক শুল্ক রয়েছে। এছাড়া বেসিসের প্রস্তাব ছিল ডিজিটাল লেনদেন ও ই-কমার্সকে বেশি ভ্যাটের আওতামুক্ত রাখার। ক্যাশলেস সোসাইটির দিকে যেতে চাইলে এবং ডিজিটাল লেনদেন বাড়াতে চাইলে এ ধরনের প্রণোদনার প্রয়োজন রয়েছে।

বেসিস বলছে– বাজেট ঘোষণার আগেই বেসিস বলেছিল আইটি এনাবল্ড সার্ভিসেসের (ITES) সংজ্ঞার মধ্যে ইন্টারনেট সার্ভিসকে যুক্ত করতে। কারণ, ইন্টারনেট সার্ভিস একটি কাঁচামাল, সব ধরনের সার্ভিসের জন্য এটি প্রযোজ্য। কিন্তু বাজেটে সেটিও বিবেচনা করা হয়নি।

এ প্রেক্ষাপটে বেসিস বলছে– আইসিটি কোম্পানিগুলোকে সরল সুদে বিনা জামানতে এক বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণ প্রদানের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন, ডিজিটাল লেনদেন ও ই-কমার্সকে ভ্যাটের আওতামুক্ত রাখা, মোবাইল সেবায় সম্পূরক শুল্ক না বাড়ানো এবং আইটি এনাবল্ড সার্ভিসেসের সংজ্ঞার মধ্যে ইন্টারনেট সার্ভিসকে অন্তর্ভুক্ত করাসহ আয়কর, মূসক, শুল্কসহ অন্যান্য বিষয়ে বেসিস কর্তৃক প্রদত্ত বাজেট প্রস্তাবের কোনোটিই বিবেচনা করা হয়নি। তাই এসব বিষয় পুনর্বিবেচনা করে চলতি বাজেট অধিবেশনেই অনুমোদনের জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে কজ

বাজেট প্রশ্নে বিসিএসের বক্তব্য

বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি (বিসিএস)-এর সভাপতি মো: শহিদ-উল-মনি একই পণ্যের ভিন্ন ভিন্ন এইচএস কোড এবং একাধিক করহার পরিবর্তনের প্রস্তাব রেখেছে। বিসিএসের বক্তব্য হচ্ছে– একই পণ্যের ভিন্ন ভিন্ন এইচএস কোড এবং একাধিক করহার কার্যকর থাকলে সরকার কর পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু আমদানিকারকদের কাস্টম থেকে পণ্য ছাড়াতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়। তবে এই অতিরিক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হয় না। ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং (সিঅ্যান্ডএফ) এজেন্ট অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন এইচএস কোডের কথা বলে আমদানিকারকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা দাবি করে। বাধ্য হয়ে আমদানিকারকদেরকে সিঅ্যান্ডএফের এই অন্যায্য দাবি মেনে নিতে হয়। বিসিএস মনে করে– একই পণ্যের ভিন্ন ভিন্ন এইচএস কোড এবং একাধিক করহার-সংক্রান্ত এই জটিলতা দূর করা হলে এই অন্যায্য লেনদেন বন্ধ হবে। সবার জন্য তৈরি হবে সমান সুযোগ। সেই সাথে বৈধপথে সরকারের রাজস্ব আয়ও বাড়বে। বাংলাদেশে কমপিউটার পণ্য বিক্রির ওপর লভ্যাংশ খুবই কম, যা অন্য কোনো ব্যবসায়ের সাথে তুলনা করা যায় না। তাই ৫ শতাংশ হারের কাস্টম ডিউটির পরিবর্তে সর্বোচ্চ ২ শতাংশ নির্ধারণ করাকে যৌক্তিক বলে মনে করে এই সমিতি।

বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি বাজেট সম্পর্কে আরও বলে– আইসিটি পণ্য সার্ভিসিংয়ের ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট আদায় করা হয়। আইসিটি নতুন পণ্য বিক্রির জন্য যেমন ভ্যাট অব্যাহতি

আছে এবং সরবরাহ ও বিক্রি পর্যায়ে যে ভ্যাট অব্যাহতি আছে, তেমনিভাবে আইসিটি পণ্য সার্ভিসিং ও মেরামতের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দিতে হবে। বিসিএস মনে করে– এর ফলে নতুন লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং মেরামতের পণ্য পুনর্বার ব্যবহারের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে কজ

ই-ক্যাবের বাজেট প্রতিক্রিয়া

ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) সভাপতি শমী কায়সার ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আইসিটি বাজেট সম্পর্কে তার সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেছেন– ডিজিটাল বাংলাদেশের অভিযাত্রা আরও বেগবান করতে এবং ক্যাশলেস সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করতে বাজেটে ই-কমার্স লেনদেনের ওপর সব ধরনের কর মওকুফ করতে হবে।

প্রস্তাবিত বাজেটের প্রেক্ষাপটে ই-ক্যাব প্রস্তাব করেছে– বর্তমানে যাদের গ্রস রিসিপটস বছরে ৫০ লাখ টাকার ওপরে তাদের ক্ষেত্রে টেলিকম ও সিগারেট কোম্পানি ছাড়া অন্য সব কোম্পানির জন্য

গ্রস রিসিপটসের ন্যূনতম ০.৬ শতাংশ কর, ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম কর গ্রস রিসিপটসের ০.৩ শতাংশ এবং লোকসানি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ০.১ শতাংশ কর নির্ধারণ করতে হবে। ই-ক্যাব মনে করে, এই সুপারিশ বাস্তবায়ন করলে ই-কমার্স খাতের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

ই-ক্যাব এর বাজেট প্রতিক্রিয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে– মোবাইল ইন্টারনেট ডাটার ওপর খরচ বেড়ে গেলে অনলাইন মিটিং, ই-হেলথ সাপোর্ট ও ডিজিটাল এডুকেশনের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। মানুষ ঘরে বসে মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজ করে, যা করোনা সংক্রমণ কমাতে ভূমিকা রাখছে। তাই মোবাইল ডাটার খরচ না বাড়িয়ে কমানো অথবা আগের অবস্থায় রাখাই যথার্থ হবে বলে ই-ক্যাব মনে করে কজ

প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে বাক্কো

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো) সভাপতি ওয়াহিদ শরীফ প্রস্তাবিত আইসিটি বাজেট সম্পর্কে তার সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রতিক্রিয়ায় জানান– দেশের বিপিও/আউটসোর্সিং শিল্পে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যবসায়িক সংগঠন হিসেবে বাক্কো বর্তমান কভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত ২০২০-২১ বাজেটকে স্বাগত জানাচ্ছে। বিশেষভাবে সাধারণ নাগরিকদের জন্য আয়করে বিশেষ ছাড় সবাইকে বর্তমান পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে সহায়তা করবে। তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে কর বাড়ানোর ফলে পরোক্ষভাবে আমাদের বিপিও শিল্প আক্রান্ত হবে বলে বাক্কো মনে করছে।

বাক্কো সভাপতি বলেন– বাজেটে সব ধরনের মোবাইল সেবার ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের দেশেও ঘরে বসে অফিসের কাজ করা হচ্ছে। মোবাইল ইন্টারনেট ও কিছু মোবাইলনির্ভর সেবা এ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। সম্পূরক কর বাড়ানোর ফলে এসব সেবার খরচ বেড়ে যাবে। তা বিপিও শিল্পের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিভিন্ন মোবাইল সেবা কার্যত নানাধর্মী আইসিটি কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষকে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করছে। এমনি পরিস্থিতিতে এ খাতে অতিরিক্ত করারোপ না করাই সঠিক পদক্ষেপ হবে বলে বাক্কো মনে করে।

বাক্কোর পক্ষ থেকে আরও বলা হয় : দেশের বিপিও শিল্পের অগ্রগতি কামনা করে এর আগে বাক্কোর পক্ষ থেকে কয়েকটি দাবি সুপারিশ করা হয়েছিল। দাবিগুলো ছিল এরূপ :

- তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সেবা (আইটিইএস) খাতে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি।
- এই শিল্পে মানবসম্পদ উন্নয়নে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি।
- আইটি/আইটিইএস শিল্পের বলিষ্ঠ অবস্থান তৈরিতে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান আইন শিথিল করা।
- আইটি/আইটিইএস-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন কমপিউটার ও কমপিউটার সামগ্রী কেনায় মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি।
- বিপিও শিল্পের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে চলতি মূলধনের স্বল্পতা। এজন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠন করতে হবে, যেখান থেকে জামানতবিহীন ও স্বল্প সুদে ঋণ দেয়া হবে।
- এ ছাড়া এ খাতের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে সরকারকে ৩০০ কোটি টাকার অনুদান দিতে হবে।
- মূল্য সংযোজন করে উৎসে কর্তনকারীর নিকট প্রদেয় কর পরিশোধ না করেও সেবা প্রদান করার সুযোগ এবং পরবর্তীতে ওই উৎসে কর্তিত মূসকের বিপরীতে ইস্যু করা চালান/সার্টিফিকেট (মূসক ৬.৩) সংগ্রহ করে যেকোনো সময় ভ্যাট রিটার্নের সাথে হ্রাসকারী সমন্বয় হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে।

বাক্কো বলছে– প্রস্তাবিত বাজেটে এসব দাবি আমলে নেয়া হয়নি। তাই বাক্কো এখন এসব দাবি সংশোধিত বাজেটে অন্তর্ভুক্তির দাবি তুলছে কজ

আইএসপিএবির বাজেট প্রস্তাব

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি) এর সভাপতি আমিনুল হাকিম, বাজেট প্রতিক্রিয়ায় সম্প্রতি আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন নিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাজেটীয় পদক্ষেপের প্রস্তাব রেখেছে।

আইএসপিএবি'র প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে– ইনফরমেশন টেকনোলজি এনাবলড সার্ভিসেস তথা আইটিইএসে বর্তমান সংজ্ঞায় বাদ পড়া বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আইএসপিবি এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রেখে দাবি জানিয়েছে : আইটিইএস সার্ভিসের বর্তমান সংজ্ঞায় আইএসপি সার্ভিসকে যুক্ত করতে হবে। এই প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে সংগঠনটি বলেছে– ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশের ৩৩ নম্বর অনুচ্ছেদের আওতায় ইন্টারনেট ও ইন্টারনেট সার্ভিসকে কর-অব্যাহতির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি তাদের কাছে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। কারণ, এই সার্ভিসের প্রকৃতি এই তালিকায় অন্তর্ভুক্তঅন্যান্য সার্ভিসের প্রকৃতির মতো একই। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ইন্টারনেট ও ইন্টারনেট সার্ভিসের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আয়কর অধ্যাদেশের ৩৩ নম্বর অনুচ্ছেদে ইন্টারনেট ও ইন্টারনট সার্ভিসকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে দ্রুত ডিজিটালায়নে তা বিস্ময়কর অবদান রাখবে বলে তারা মনে করেন। তা ছাড়া এই অন্তর্ভুক্তি বর্তমান আইটিএস সংজ্ঞাকে পরিপূর্ণ করবে। সেই সাথে কর কর্মকর্তা ও কর কর্মকর্তাদের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল বোঝাবুঝিরও অবসান ঘটাবে।

আইএসপিএবি অপর এক বাজেট প্রস্তাবে বলেছে– মরণব্যাধি করোনাভাইরাসের সংক্রমণে গোটা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আইএসপি শিল্প এক অনন্য ভূমিকা পালন করছে। আইসিটি শিল্প সরকারের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত এবং ইন্টারনেট সেবা হচ্ছে এ খাতের অন্যতম এক অংশ। তাই তাদের দাবি. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে ইন্টারনেট সেবায় ৫ শতাংশএবং ভ্যালু চেইনের অন্যান্য খাতে অর্থাৎ আইটিসি, আইআইজি ও এনটিটিএন খাতের ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহার করা হোক। এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জারি করা ও ইন্টারনেট কোম্পানির দেয়া সেবাকে তৃতীয় তফসিল থেকে প্রথম তফসিলে স্থানান্তর করা হোক।

এই প্রস্তাবের পক্ষে তাদের যুক্তি হচ্ছে– করোনার এই সময়ে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে ইন্টারনেট সেবা। বর্তমান অর্থবছরে ইন্টারনেটে ৫ শতাংশ ভ্যাট ও ভ্যালু চেইনের অন্যান্য খাতে ১৫ শতাংশ ভ্যাট নির্ধারিত হওয়ায় প্রান্তিক পর্যায়ে ইন্টারনেটের দাম ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বেড়ে গেছে। আর এটি হচ্ছে, দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখা ও ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। বিদ্যমান পরিস্থিতি ও দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে ইন্টারনেট সেবা ও ভ্যালু চেইনের অন্যান্য খাতে ভ্যাট পুরোপুরি প্রত্যাহার করা উচিত।

আইএসপিএবি অন্য এক প্রস্তাবে ইন্টারনেট ইকুইপমেন্টের ওপর শুল্ক প্রত্যাহারেকথা বলেছে। সংগঠনটি বলছে– ইন্টারনেট মডেম, ইন্টারনেট ইন্টারফেস কার্ড ও কমপিউটার নেটওয়ার্ক সুইচ, হাব, রাউটার, সার্ভার ও ব্যাটারিসহ সব ধরনের ইন্টারনেট ইকুইপমেন্টের ওপর বর্তমানে আরোপিত ১০ শতাংশ সিডি প্রত্যাহার করা যেতে পারে। তা ছাড়া তাদের বক্তব্য হচ্ছে– এইচএস কোড ৮৫১.০২.৪০-এর ২৯ শতাংশ সিডি, ভ্যাট ও এডিভি প্রত্যাহার করা প্রয়োজন;এইচএস কোড ৮৫৪৪.২০.০০-এর ১০৪.৭৯ শতাংশসিডি, এসডি, আরডি, ভ্যাট ও এটিভিপ্রত্যাহার করা যেতে পারে; এইচএস কোড ৮৫৪৪.৭০.০০-এর ভ্যাট ও এটিভি ৩৮.৮ শতাংশ প্রত্যাহার করা যেতে পারে;এইচএস কোড ৮৫.১৭.৬২৫০-এর ৩৭ শতাংশ ভ্যাট ও এটিভি প্রত্যাহর করা যেতে পারে এবং এইচএস কোড ৮৫.১৭. ৬২৫০-এর ৫৯ শতাংশ ভ্যাট ও এটিভি প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

এসব দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরে সংগঠনটি বলেছে– ইন্টারনেট সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানের জন্য নেটওয়ার্ক ইকুইপমেন্টের প্রয়োজন। নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা আইসিটির উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। তাই ইন্টারনেট যন্ত্রপাতির ওপর নানা ধরনের কর আরোপ আইসিটির উন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা। সেবাধা দূর করতেই এসব নানা করপ্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে কজ

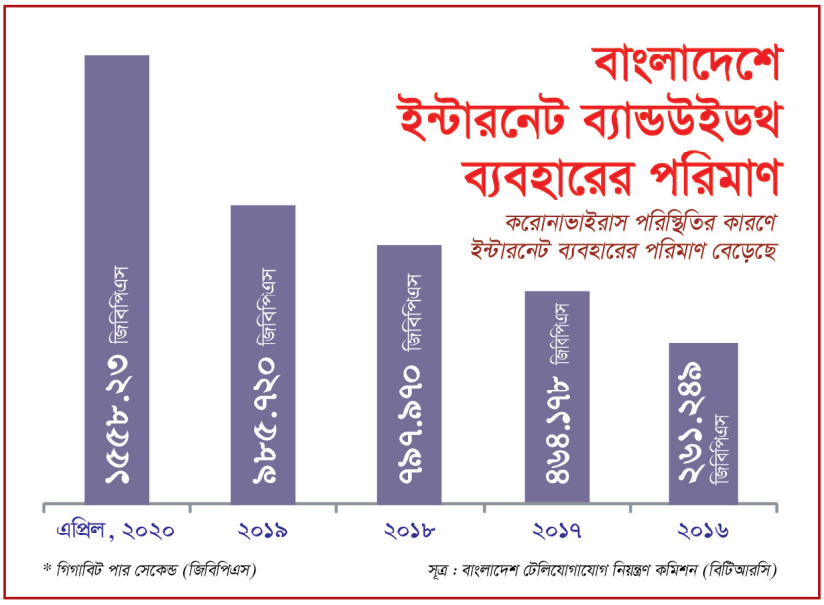

রবি এজিয়াটার চিফ করপোরেট ও রেগুলেটরি অফিসার শাহেদ আলম বলেন, 'আমাদের মনে রাখা উচিত এমনকি এই প্রস্তাবিত ঘোষিত হওয়ার আগেই গ্রাহকদের খরচ করা প্রতি ১০০ টাকার মধ্যে ৫৩ টাকাই বিভিন্ন ধরনের করের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে যায়। এর ওপর বাজেটে প্রস্তাবিত এই অতিরিক্ত সম্পূরক কর গ্রাহকদের আরও দুর্ভোগের মুখোমুখি নিয়ে দাঁড় করাবে। এই করোনা মহামারীর সময়ে জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে ডিজিটাল কমিউনিকেশনের ওপর। সম্পূরক করহার বাড়িয়ে দিলে নিশ্চিতভাবে তা জনগণের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে।'

রবির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়– এটি দুঃখজনক যে, বিগত বাজেটে আমাদের রাজস্বের ওপর ন্যূনতম ২ শতাংশ করারোপের বিধানটি এবারের বাজেটেও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। রবি মনে করে, করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ও ডিজিটাল ইকোসিস্টেম বিনির্মাণে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের অবদানের কথা বিবেচনায় এনে এখনো এই আত্ম-পরাজয়ী করের বিষয়টি পর্যালোচনার সুযোগ রয়েছে। তাদের আশা, সরকার এ বাজেটেই এ ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবে।

এই সময়ে প্রায় ঘরে ঘরে ব্যবহার হচ্ছে রাউটার। এই রাউটার কিনতে আগের চেয়ে বেশি খরচ করতে হবে। কারণ, রাউটারের ওপর নতুন করে ৫ শতাংশ ভ্যাট বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এই বাজেটে কজ

ফিডব্যাক : golapmunir@yahoo.com

করোনাভাইরাসের প্রভাব:

প্রযুক্তিখাতে আইটি ব্যয়

বিশ্বব্যাপী ২০২০ সালে পর্যন্ত ক্রমাগত বিকাশ (ধ্রুব মুদ্রা) মে পূর্বাভাস

শুধু আইটি ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে: বাদ দেয়া হয়েছে টেলিকম ব্যয় এবং নতুন খাতগুলো।

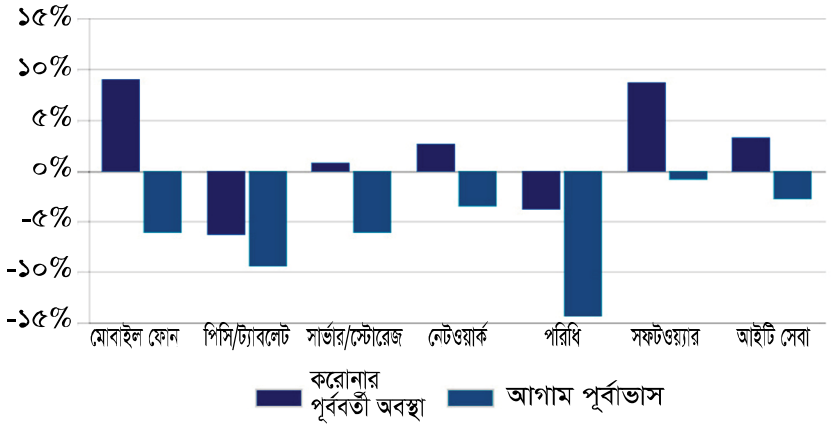

সূত্র: বিশ্বব্যাপী আইডিসি'র ব্ল্যাক বুক, লাইভ এডিশন মে, ২০২০)

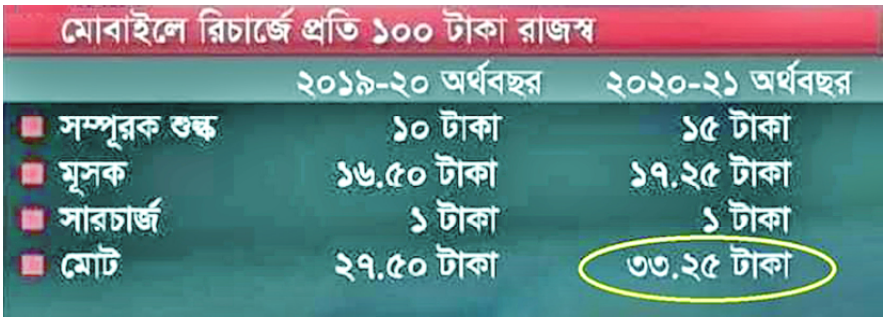

CJLive
Offer LIVE Webcasting and Conferencing

LIVE
YouTube LIVE
Web Conferencing Solution
StreamingLive

Starting From
Only 15,000 BDT

About Us

The Comjagat Technologies provides Live Webcasting services to Government Organizations, Business Organizations, NGO's, Educational Institutions, other types of organizations and individuals. We provide Live Webcasting services, which attract more viewers from any part of the world to attend a live event online. It has 7 years' Experience in this area and covered 500+ local and international events.

Our Service
- Live Webcast
- High Quality Video DVD
- Online archive
- Multimedia Support
- Switching Panel

The program we live webcast...
- Seminar, Workshop
- Wedding ceremony
- Press conference
- AGM or
- Any event

01670223187
01711936465

comjagat TECHNOLOGIES
House- 29, Road- 6, Dhanmondi,
Dhaka- 1205, E-mail: live@comjagat.com